যুগান্তর

তারিখ : 26 APR 2003
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

ছাত্রী উপবৃত্তি নিয়ে হরিলুট চলছে

আমি চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার একজন অভিভাবক। বর্তমানে আমার মেয়ে ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী। ফলে আমার মেয়ের প্রাপ্ত উপবৃত্তির সমাক বিবরণ জেনেছি। মেয়েটির প্রাপ্ত উপবৃত্তির টাকাগুলো তার কোন উপকারে আসেনি উপরন্তু আমার পকেট থেকে বেশকিছু টাকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দিতে হয়েছে। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে আমার মেয়েকে ১২০ টাকা দিয়ে ভর্তি করানোর পর নির্দেশ হল প্রতি মাসে বিদ্যুতের জন্য ১০ টাকা হারে দিতে হবে। কৃষি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ১০ টাকা, শিক্ষকদের কল্যাণ তহবিলে মাসিক ভিত্তিতে তিন টাকা হারে দিতে হবে। উপবৃত্তি প্রদানের জন্য থানা কর্মকর্তার আসা-যাওয়ার খরচ বাবদ ১০ টাকা, ব্যাংক কর্মকর্তার খাওয়া-দাওয়া গাড়ি ভাড়া বাবদ ২০ টাকা হারে এবং গার্লস গাইডে চাঁদা বাবদ প্রতি ছাত্রী পাঁচ টাকা হারে এবং বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানের হিসেবে ক্লাস অনুসারে ১০, ১৫, ২০, ৩০, ৪০ টাকা হারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দিতে হয়। যারা নিয়মিত এই টাকাগুলো দিতে না পারে উপবৃত্তি প্রদানের সময় তাদের টাকা কেটে রাখা হয়। ফলে মেয়েরা দস্তখত প্রদান ছাড়া আর কোন টাকা পয়সা পায় না। এছাড়া ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে যে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় তাদের বিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত দেখিয়ে ১০ম শ্রেণীর নির্বাচনী পরীক্ষা পর্যন্ত বাতায় নাম রাখা হয়। কিন্তু বিবাহিত মেয়েদের কোন টাকা দেয়া হয় না। এছাড়া বিভিন্ন মঞ্জুরিবিহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের নাম দেখিয়ে প্রাপ্ত টাকাগুলো আধাআধি হারে ভাগ বাটোয়ারা করা হয়। এভাবে উপবৃত্তির টাকাগুলো প্রধান শিক্ষকরা সরকারি আমলাদের সহযোগিতায় আত্মসাৎ করে যাচ্ছেন। অথচ দেখার কেউ নেই। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে এই চরম অবস্থা প্রচলিত হয়ে গেছে। এর সমাধান কে দেবে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক